চুয়াডাঙ্গা জেলায় মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড

চুয়াডাঙ্গার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মাঝারী শৈতপ্রবাহ। রবিবার জেলায় এ মৌসুমের সর্বনিম্ন তামপাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

শৈতপ্রবাহের প্রভাবে প্রচণ্ড শীতে এখানকার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। হাড় কাঁপানো শীতে জবুথবু হয়ে পড়েছেন খেটে খাওয়া ও ছিন্নমূল মানুষ। প্রচন্ড ঠাণ্ডায় সময়মত কাজে যেতে পারছেন না তারা। ঘন কুয়াশা ও হিমেল হাওয়া অনুভূত হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়অ অফিস সূত্র জানায়, কয়েকদিন ধরে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সূর্যের দেখা না মেলায় নিম্ন আয়ের মানুষদের দুর্ভোগ বেড়েছে।

এ দিকে শীতজনিত রোগে হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। এরমধ্যে বেশির ভাগই শিশু ও বয়স্ক।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সামাদুল হক জানান, রবিবার সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটাই জেলায় এ মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এ তাপমাত্রা আরও কমতে পারে বলেও জানান তিনি।

যার যখন ইচ্ছা হবে সে তখন ভ্যাকসিন নেবে: হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব উল আলম হানিফ বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলামকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, বিএনপি নির্মাণের দল হিসেবে জনগণের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে ভ্যাকসিন জনগণের পৌঁছে দেওয়া। যার যখন ইচ্ছা হবে

সে তখন ভ্যাকসিন নেবে। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে আগে ভ্যাকসিন নিতে হবে এই কথা বলা অত্যন্ত নিচু রাজনৈতিক মানসিকতার পরিচয় বহন করে, যেটা ফখরুল ইসলাম করে আসছেন।

রোববার বেলা ১১টায় কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ আয়োজিত বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় টিকাদান সম্পর্কিত জনসচেতনতা সৃষ্টি ও কলেজের উন্নয়ন কার্যক্রম’ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদানের পূর্বে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

এসময় তিনি বিএনপিকে তথাকথিত বিরোধী দল যারা জনবিচ্ছিন্ন সেই বিএনপি ও তার সহযোগীরা নানান সময়ে অপ্রাসঙ্গিক ও বিভ্রান্তিমূলক এবং অরুচিকর কথাবার্তা বলে আসছেন বলে মন্তব্য করেন।

নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে যারা নির্বাচনে অংশ নেবে বা দলীয় প্রার্থীর বিপক্ষে নির্বাচনে অংশ নেবে তাদের ভবিষ্যতে দলের মনোনয়ন পাওয়ার সুযোগ থাকবে না বলে উল্লেখ করেন।

সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মনজুর কাদিরের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় জেলা আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ নেতাকর্মী ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস পালিত

মেহেরপুরে “সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কুষ্ঠুকে করি জয়” প্রতিপাদ্যে বিশ্ব কুষ্ঠদিবস পালিত হয়েছে।

রবিবার সকাল পনে এগারটার দিকে জেলা সালোম, চার্চ অব বাংলাদেশ ও জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ মেহেরপুর-এর আয়োজনে সিভিল সার্জন অফিসের সামনে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি জেলা সিভিল সার্জন অফিস প্রাঙ্গন থেকে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ব্যানার, ফেস্টুন হাতে নিয়ে

বের হয়ে সামনের প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে শেষ হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ নাসির উদ্দিন, মেডিকেল অফিসার ডাঃ খ.ম ফয়সাল হারুন, ডাঃ তানভীরা নিশাত ফাতেমা, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার মোঃ রহিদুল ইসলাম, টিএলসিএ (সদর) মোঃ মুজিবুর রহমান, টিএলসিএ (গাংনী) মোঃ জাহিদুল ইসলাম, টিএলসিএ (মুজিবনগর) মোঃ সুরুজ্জামান, জেলা সমন্বয়কারী সন্ধ্যা মন্ডল প্রমুখ।

মেহেরপুরে হাড় কাঁপানো শীতে বিপর্যস্ত জনজীবন

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলা মেহেরপুরে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এর প্রভাবে নেমেছে তীব্র ঠান্ডা। জেলায় রবিবার (৩১ জানুয়ারি) সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তীব্র শৈত্য প্রবাহের ফলে জনজীবনে নেমে এসেছে স্থবিরতা। সেই সঙ্গে দুপুর না গড়ালে দেখা মিলছে না সূর্যের। অব্যাহত ঘন কুয়াশা ও কনকনে হাঁড় কাপানো ঠান্ডায় নাকাল খেটে খাওয়া ও নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষ। তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছে জেলার নিম্নআয়ের মানুষজন।

টানা শীতে জেলার হাসপাতালগুলোতে বেড়েছে শীতজনিত রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। বিশেষ করে শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্টসহ নানা শীতজনিত রোগে।

আঞ্চলিক আবহাওয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তা সামাদুল হক জানান, চুয়াডাঙ্গা – মেহেরপুর জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এতে পুরো জেলাজুড়ে তীব্র শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। যা ফেব্রুয়ারি মাসের চার তারিখ পর্যন্ত চলমান থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

তাপমাত্রা সামান্য ওঠা-নামা করলেও আগামী চারদিন পর্যন্ত তীব্র শীত ও ঘন কুয়াশা থাকবে।

তিনি আরও জানান, কয়েকদিন আকাশ মেঘলা ছিল। পরে দুই দিনের অব্যাহত বাতাসে সেই মেঘ সরে যাওয়ায় তাপমাত্রা কমে গিয়ে তীব্র শৈত্য প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিই চ্যালেঞ্জ ১৪ লাখ শিক্ষার্থীর

দেশের প্রায় ১৪ লাখ এইচএসসি ও সমমান উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। ভালো ফল পেয়েও এবার মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পারার শঙ্কা রয়েছে এই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। কারণ এ বছর পাস ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তি উভয় ক্ষেত্রেই রেকর্ডের সৃষ্টি হয়েছে।

করোনা মহামারীর কারণে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় যেসব শিক্ষার্থী পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন তাদের সবাইকেই উত্তীর্ণ করানো হয়েছে এবার।

এইচএসসিতে এবার ১৩ লাখ ৬৭ হাজার ৩৭৭ জন ছাত্র-ছাত্রী পাস করেছেন। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ লাখ ৬১ হাজার ৮০৭ জন। এসব শিক্ষার্থীর প্রধান আকর্ষণ থাকবে সরকারি মেডিকেল-ডেন্টাল কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তিতে। এর পাশাপাশি হাতে গোনা কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পছন্দের তালিকায় থাকে।

স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, সরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজে ৪ হাজার ৮৮২টি আসন রয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় বাদে সারা দেশের ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে স্নাতক পাস/স্নাতক সম্মান ও

ডা. দীপু মনি সাংবাদিকদের বলেন, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গত বছর যে সুযোগ ছিল, এবার স্বাভাবিকভাবে একটু বেড়েছে। সবাইকেই এ পর্যায়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে, বিভিন্নভাবে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে নিজেদের মেধার পরিচয় দিয়েই ভর্তির সুযোগ পাবে তারা।

মন্ত্রী বলেন, পাস করা সব শিক্ষার্থী ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ না পেলেও ভর্তির সুযোগ রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি কলেজে পর্যাপ্ত আসন রয়েছে ভর্তির জন্য। ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে নিজের স্থান তৈরি করতে হবে তাদের। এবার ভর্তি পরীক্ষায় হয়রানি কমাতে গুচ্ছ পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা আয়োজন করা হবে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী।

সবাই পাস, জিপিএ-৫ দেড় লক্ষাধিক

করোনা মহামারীর কারণে পরীক্ষা ছাড়াই অষ্টম শ্রেণির জেএসসি-জেডিসি এবং এসএসসি ও সমমানের ফলের ভিত্তিতে গতকাল এইচএসসি ও সমমান ২০২০-এর ফল প্রকাশ করেছে সরকার। ফলাফলে শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার ৮০৭ ছাত্র-ছাত্রী। এই জিপিএ-৫ প্রাপ্তি অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ফল প্রকাশ উপলক্ষে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। পরীক্ষা না নিয়ে মূল্যায়নের মাধ্যমে ফল প্রকাশের কারণে ফলাফলের অপেক্ষায় থাকা ১৩ লাখ ৬৭ হাজার ৩৭৭ জন ছাত্রছাত্রীর সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে।

ফলাফল পরিসংখ্যানে দেখা গেছে- গত বছর ১৩ লাখ ৩৬ হাজার ৬২৯ এইচএসসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৯ লাখ ৮৮ হাজার ১৭২ জন। শতকরা পাসের হার ছিল ৭৩ দশমিক ৯৩ শতাংশ। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৪৭ হাজার ২৮৬ জন। শতকরা হিসাবে এটি ৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ। এ বছর ১১ দশমিক ৮৩ শতাংশ শিক্ষার্থীর ফলাফলে জিপিএ-৫ এসেছে।

নয়টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ডে উত্তীর্ণ ১১ লাখ ৪৫ হাজার ৩২৯

শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৫৩ হাজার ৬১৪ জন। শতকরা ১৩ দশমিক ৪১ শতাংশ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে উত্তীর্ণ ৮৮ হাজার ৩০২ শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৪৮ জন। শতকরা হিসাবে এটি ৪ দশমিক ৫৮ শতাংশ। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে উত্তীর্ণ ১ লাখ ৩৩ হাজার ৭৪৬ শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ১৪৫ জন। শতকরা হিসাবে ৩ দশমিক ১০ শতাংশ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

পাসে এগিয়ে ছাত্ররা : এ বছর ১১টি শিক্ষাবোর্ডে ছাত্র ছিল ৭ লাখ ৬ হাজার ৮৮৫ জন। ছাত্রী ছিল ৬ লাখ ৬০ হাজার ৪৯২ জন। সব পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হওয়ায় পাসের সংখ্যায় এগিয়ে আছেন ছেলেরা। তবে জিপিএ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন মেয়েরা। ৭৮ হাজার ৪৬৯ ছাত্র ও ৮৩ হাজার ৩৩৮ জন ছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছেন। বিদেশের আট কেন্দ্রে ২১৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬২ জন।

এগিয়ে ঢাকা বোর্ড: বোর্ডভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে- ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষার্থী বেশি থাকায় ফলের ক্ষেত্রেও এগিয়ে আছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। এ বোর্ডে ৩ লাখ ২৬ হাজার ৪১ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। জিপিএ-৫ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও এগিয়ে আছে এ বোর্ড। এ বোর্ডে ৫৭ হাজার ৯২৬ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। এ ছাড়া রাজশাহীতে ২৬ হাজার ৫৬৮, কুমিল্লায় ৯ হাজার ৩৬৪, যশোরে ১২ হাজার ৮৯২, চট্টগ্রামে ১২ হাজার ১৪৩, বরিশালে ৫ হাজার ৫৬৮, সিলেটে ৪ হাজার ২৪২, দিনাজপুরে ১৪ হাজার ৮৭১ এবং ময়মনসিংহ বোর্ডের ১০ হাজার ৪০ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন।

সাবজেক্ট ম্যাপিংয়ে জিপিএ-৫ হারালেন ৩৯৬ শিক্ষার্থী: করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে পরীক্ষা না নিয়ে দুই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চমাধ্যমিকের ফল তৈরিতে ‘সাবজেক্ট ম্যাপিং’ করায় আগের দুই পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেলেও এবার ৩৯৬ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পাননি। এ ছাড়া জেএসসি-জেডিসি এবং এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ না পেলেও এবারের মূল্যায়নের ফলাফলে ১৭ হাজার ৪৩ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছেন। ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি জানান, জেএসসি ও এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেলেও ২০১৭ সালে এইচএসসিতে ১৭ হাজার ৩৭১ জন, ২০১৮ সালে ৫২ হাজার ৬৩৪ জন এবং ২০১৯ সালে ৪৫ হাজার ৮৬৫ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পাননি।

অপরদিকে জেএসসি-জেডিসি এবং এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ না পেলেও ২০১৭ সালে ৬ হাজার ৯৭৬ জন, ২০১৮ সালে ৪ হাজার ১৫৭ জন এবং

আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটি। শুধু টেলিটকের প্রিপেইড মোবাইল থেকে ফল রিভিউয়ের আবেদন করা যাবে। ম্যানুয়ালি কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

রিভিউ আবেদন করতে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে জঊঠ লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে। শিক্ষার্থী প্রতি আবেদন ফি ১২৫ টাকা। শিক্ষামন্ত্রী গতকাল ফলপ্রার্থীদের উদ্দেশে বলেন, যদি মূল্যবোধ তৈরি না হয়, তাহলে শুধু বেশি নম্বর পেয়ে কী হবে। মানবিক গুণে গুণান্বিত হও। চারপাশে তাকাও। মানুষকে ভালোবাস। নীতিনৈতিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠ। স্বদেশ প্রেমে উজ্জীবিত হও। নিঃস্বার্থ চিত্তে মানব কল্যাণে নিবেদিত হও।

অভিভাবকদের বলেন, সন্তানদের অসুস্থ প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেবেন না। স্বার্থপর হিসেবে গড়ে তুলবেন না। দেশের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হওয়ার শিক্ষা যদি আপনার সন্তান না পায়, মনে রাখবেন এ শিক্ষা অর্থবহ হবে না। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। যারা শিক্ষকতা পেশায় আছেন, তাদের দায়িত্ব অনেক অনেক বেশি। মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক তৈরির ক্ষেত্রে আপনারাই রাখতে পারেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মাহবুব হোসেনসহ বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ৪র্থ বার মেয়র নির্বাচিত হলেন মতিয়ার রহমান

নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে দর্শনা পৌর নির্বাচন। এ নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে নোকা প্রতীক নিয়ে ৪র্থ বার মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন মতিয়ার রহমান।

ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে হাবিবুর রহমান বুলটের ভরাডুবি হয়েছে।

স¦তন্ত্র প্রার্থী জামায়াত নেতা আশকার আলী রয়েছেন ৩য় অবস্থানে। গতকাল শনিবার সকাল ৮ টা থেকে বিরতিহীনভাব বিকাল ৪ টা পযন্ত ভোট গ্রহণ করা হয়।

এ নির্বাচনে দর্শনা পৌর মেয়র পদে ৩, সংরক্ষিত মহিলা আসনের কাউন্সিলর পদে ৮ ও সাধারণ কাউন্সিলর পদে ৩৯ জন প্রার্থী ভোট যুদ্ধে লড়াই করেন। সুষ্টু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে ৯ টি ওয়ার্ডে ৯ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, অসংখ্য পুলিশ-আনসার ছাড়াও মাঠে ছিলো ৩ প্লাটুন বিজিবি ও ২ প্লাটুন র্যাব। এ ছাড়া চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা পরিদর্শন করেছেন।

এবারের নির্বাচনে ৯টি ওয়ার্ড, ১৬ টি ভোট কেন্দ্রে ও ৮২ টি বুথে গোপন ব্যালোটের মাধ্যম ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। দর্শনা পৌরসভায় মোট ভোটারের সংখ্যা ২৭ হাজার ৫২০জন। ভোট পোল হয়েছে ১৯ হাজার ৬৫৩ ভাট। বাতিল হয়েছে ২৯০ ভোট। এ নির্বাচনে আ. লীগ মনোনীত মতিয়ার রহমান নৌকা প্রতীকে ১৭ হাজার ৭৩৬ ভোট পেয়ে ৪র্থ বারের মতো মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদদ্বী ধানের শীষ প্রতীকে হাবিবুর রহমান বুলেট পেয়েছেন ১ হাজার ১৯৪ ও সতন্ত্র প্রার্থী জামায়াত নেতা আশকার আলী মোবাইল ফোন প্রতীকে পেয়েছেন ৪৩৩ ভোট।

এ দিক বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে সাংবাদিক সম্মলনের মাধ্যমে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী হাবিবুর রহমান বুলেট। তিনি ক্ষমতাশীন দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধ অভিযোগ তুলেই নির্বাচন বর্জন করেছেন। এ দিক ১, ২ ও ৩ নং সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড বিলকিছ খাতুন (চশমা) প্রতীক ৩৪৩১ ভোট, ৪,৫ ও ৭ নং ওয়ার্ড জাহানারা খাতুন (চশমা) প্রতীক ৩০৩২ ভোট ও ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড সুরাতন নেছা (আনারস) প্রতীক ২৩৬৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

৯টি ওয়ার্ডের সাধারণ কাউন্সিলরদের মধ্য ১ নং ওয়ার্ড এর হাসান খালেকুজ্জামান (পানির বাতল) প্রতীক ৬৬৪, ২ নং ওয়ার্ড এনামুল কবির (পাঞ্জাবী) প্রতীক ৮৯৩, ৩ নং ওয়ার্ড রবিউল হক সুমন (উটপাখি) প্রতীক ১৮৫০, ৪ নং ওয়ার্ড মনির সরদার (ব্রীজ) প্রতীক ১২৯২, ৫ নং ওয়ার্ড সাইফুল ইসলাম মুকুল (ডালিম) প্রতীক ৬৩২, ৬ নং ওয়ার্ড রেজাউল ইসলাম (পানির বাতল) প্রতীক ১০৪৯, ৭ নং ওয়ার্ড সাব্বির হোসেন মিকা (পাঞ্জাবী) প্রতীক ৫১২, ৮ নং ওয়ার্ড বিল্লাল হাসান (উটপাখি) ৯১৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড আশুর উদ্দিন (উটপাখি) প্রতীক ৬২৪ ভাট

পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। সন্ধ্যায় দর্শনা অডিটোরিয়াম কমিউনিটি সেন্টার দর্শনা পৌর নির্বাচনের কট্রোল রুম থেকে ফলাফল ঘোষণা করেন জেলা নির্বাচন অফিসার তারেক আহম্মেদ।

উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাচন অফিসার ইসাহাক আলী।

ঝিনাইদহে জাতীয় পার্টির পৌর সম্মেলন

গতকাল শনিবার সকাল ১১টার দিকে ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাব মিলনাতয়নে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির পৌর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে সকাল থেকেই নেতা কর্মীরা প্রেস ক্লাবের সামনে উপস্থিত হতে শুরু করে।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক সুমন আশরাফ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাবু বিষ্ণুপদ রায়, রাশেদ মজমাদার আহবায়ক সম্মেলন প্রস্তুত কমিটি, জয়নাল আবেদিন, শামীম আজাদ, অরবিন্দু বিশ্বাস, এড. সদর উদ্দীন ও ড.মিলন প্রমুখ।

সম্মেলনে বক্তারা দেশের উন্নয়ন এর বিভিন্ন কার্যক্রম এর চিত্র তুলে ধরে বলেন দেশে জাতীয় পার্টি এখন প্রধান বিরোধী দল। এমন এক দিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন জাতীয় পার্টি বাংলাদেশে সরকার গঠন করবে।

পৌরসভা থেকে আগত সকল নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্য করে বক্তারা বলেন আপনারা সকলে মন প্রাণ দিয়ে দলের পরিধি আরো বাড়িয়ে তুলবেন যেন সামনের দিনে জাতীয় পার্টি সরকার গঠন করতে পারে।

এছাড়াও সম্মেলন থেকে পৌর জাতীয় পার্টির কমিটিতে সভাপতি রাকিবুল ইসলাম মুন্না এবং সম্পাদক হিসেবে মাসুমসহ নয়ঠি ওয়ার্ডের কমিটির নেতা কর্মীদের নাম ঘোষণা করা হয়।

কোটচাঁদপুর পৌর নির্বাচনে আ. লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীর জয়

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর নির্বাচনে আ. লীগের বিদ্রোহী (স্বতন্ত্র) প্রার্থী সহিদুজ্জামান সেলিম ৮ হাজার ৩’শ ৪ ভোট পেয়ে বেসরকারি ভাবে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল ৭ হাজার ১’শ ২৮ ভোট পেয়েছেন। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলা মিলনায়তনে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও নির্বাচন অফিসার রোকনুজ্জামান এই ফল ঘোষণা করেন।

এছাড়াও সাধারণ কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন (১ নং ওয়ার্ডে) মাহবুব খান হানিফ, (২ নং ওয়ার্ডে) আব্দুল মাজেদ, (৩নং ওয়ার্ডে) মোঃ জাহিদ হোসেন, (৪নং ওয়ার্ডে) সুব্রত চক্রবর্তী (৫নং ওয়ার্ডে) শেখ সোহেল আরমান, (৬ নং ওয়ার্ডে) মোঃ শরিফুল ইসলাম, (৭ নং ওয়ার্ডে) খায়রুল ইসলাম, (৮নং ওয়ার্ডে) সোহেল আল-মামুন এবং (৯ নং ওয়ার্ডে) মোঃ রকিব উদ্দীন।

এছাড়াও সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর হিসেবে রত্না পারভিন বেলী (১,২,৩), গাজী তানজিমা পিউলি (৪,৫,৬) ও মোছাঃ শারমিন আক্তার সাথী (৭,৮,৯) বেসরকারি ভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

এর আগে সকাল ৮ টা হতে বিকাল ৪ পর্যন্ত পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের ১৪টি কেন্দ্রের ১৮টি বুথে উৎসব মুখর পরিবেশ ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ হয়। কনকনে শীতের সকালে বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট প্রদান করেন।

আলমডাঙ্গায় মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কার্যক্রম শুরু

আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের হলরুমে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কার্যক্রম শুরু হয়েছে । গতকাল শনিবার প্রথম দিন ৭০ জন ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই কমিটির সভাপতির দ্বায়িত্ব পালন করেন ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন গেরিলা কমান্ডার জামুকার প্রতিনিধি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান।

সদস্য সচিবের দায়িত্বে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলী, এমপির প্রতিনিধি বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ নুর মোহাম্মদ জকু, জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি বীর মুক্তিযোদ্ধা খোসদেল আলী, সমাজ সেবা অফিসার আফাজ উদ্দিন।

এ ছাড়াও লাল মুক্তিবার্তা ও ভারতীয় তালিকা ভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কুদ্দুস, বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিউর রহমান জোয়ার্দার সুলতান, বীর মুক্তিযোদ্ধা রবিউল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান লাল্টু, বীর মুক্তিযোদ্ধা মইনদ্দিন আহম্মদ, প্রেস ক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম।

সভায় মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়েরবিধি অনুসারে যাচাই-বাছাই কার্যক্রম চালানো হয়েছে বলে সদস্য সচীব উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী জানান। মোট ১শত ৩৮ জনের মধ্যে গতকাল শনিবার ৭০ জনের যাচাই করা হয়েছে।